ঠাকুর অশ্রুপূর্ণনয়নে এই গান গাহিতে গাহিতে কেশবাদি ভক্তদের ব'ল্লেন, রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও ; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, তার জন্য চেষ্টা করো।

"ব্যাকুলতা থাক্‌লেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥ গীতা, ১২, ৪।

ভাঁটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়িয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই তাহা জ্ঞান নাই—তাঁহারা মগ্ন হইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক্ দিয়ে সময় যাইতেছে হুঁস্ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই কিছু কিছু ধকোঁচড়ে লইলেন ও খাইতে লাগিলেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ি আয়োজন ক'রে এনেছিলেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন যে, বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিবেন। 'সর্ব্বভূতহিতেরত'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া বিবাদ—যেমন শিবরামের যুদ্ধ। (হাস্য।) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো; দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো, ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর মেটে না। (উচ্চ হাস্য।)

"আপনার লোক। তবে এরূপ হ'য়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। আবার জানো, মায়ে ঝীয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে? যেন মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটী সমাজ আছে, আবার ওরও একটী দরকার। (সকলের হাস্য)।

"তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান্ লীলা ক'রেছেন, তবে জটিলে কুটিলের কি দরকার? জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য।) জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে রগড় হয় না। (উচ্চ হাস্য।)

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে

দুজনে অমিল। গুরু শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন ক'র্‌তে লাগ্‌ল। এরূপ হ'য়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।"

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতাহি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ গীতা, ১১, ৪৩।

গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজ।

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ব'ল্লেন, তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

"মানুষগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারুর ভিতর সত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখ্‌তে সব এক রকম। কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারুর ভিতর নারিকেলের ছাই, কারুর ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য।)

"আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্ত্তা আর বাবা।

"গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ্ লাখ্। সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায়?

"লোক শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন! যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর আদেশ দেন, তা'হলে হ'তে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হ'য়েছিল। শঙ্করের আদেশ হ'য়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুন্‌বে? কলকাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কল্‌কাতার লোক হুজুগে! এই এখানটা কুয়া খুঁড়্‌চে। বলে, জল চাই। সেখানে পাথর হ'লো তো ছেড়ে দিলে! আবার এক জায়গায় খুঁড়্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। সেখানে বালি মিলে গেল; ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুড়্‌তে আরম্ভ হ'লো! এই রকম!

"আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন্। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়! শুধু লেক্‌চার? ঐ দিন কতক লোকে শুন্‌বে, তার পর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ ক'র্‌বে না।

"ও দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে রোজ

সকাল বেলা লোকে বাহ্যে ক'রে রাখ্‌তো। যারা সকাল বেলা আসে, তারা খুব গালাগাল দেয়। কিন্তু আবার তার পরদিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপ্‌রাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না', তখন সব বন্ধ হলো। (হাস্য)।

"যে লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক! কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে ল'য়ে যাচ্ছে! (হাস্য।) হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবেই কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

"আদেশ না থাক্‌লে, 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি" এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা।* 'ঈশ্বর কর্ত্তা', ঈশ্বরই সব ক'র্‌ছেন, আমি কিছু ক'র্‌ছি না', এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা', 'আমি কর্ত্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

দশম পরিচ্ছেদ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ গীতা, ৩, ১৯।

কর্ম্মযোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি)। তোমরা বলো, 'জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার ক'র্‌বে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো! তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত ক'র্‌তে পারো। নচেৎ নয়।"

একজন ভক্ত। যত দিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম্মত্যাগ ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, কর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌বে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান নিত্য কর্ম্ম, এ সব ক'র্‌তে হবে।

ব্রাহ্ম ভক্ত। সংসারের কর্ম্ম? বিষয় কর্ম্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তাও ক'র্‌বে, সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে হবে, যাতে ঐ কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর ব'ল্‌বে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখ্‌ছি যে, বেশী কর্ম্ম জুট্‌লে তোমায় ভুলে যাই, মনে

* অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে। —গীতা।

ক'র্‌ছি, নিষ্কাম কর্ম্ম ক'র্‌ছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী ক'র্‌তে গিয়ে লোকমান্য হ'তে ইচ্ছা হ'য়ে পড়ে!

"শম্ভু মল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করণীর কথা ব'লেছিল। আমি ব'ল্লাম, সম্মুখে যেটা প'ড়্‌লো, না ক'র্‌লে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হ'য়ে ক'র্‌তে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই কর্ত্তে লাগ্‌লো; কালীদর্শন আর হ'লো না! (হাস্য।) আগে জোসো ক'রে ধাক্কা ধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন কর্ত্তে হয়, তার পর দান যত কর, আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব কোরো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। শম্ভুকে তাই ব'ল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি ব'ল্‌বে, কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্‌সারী ক'রে দাও। (হাস্য।) ভক্ত কখনও তা বলে না, বরং ব'ল্‌বে, 'ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।'

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম ক'র্‌তে ব'লেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগতপ্রাণ। বেশী কর্ম্ম চলে না। জ্বর হ'লে কবিরাজী চিকিৎসা ক'র্‌তে গেলে এদিকে রোগীর হ'য়ে যায়! বেশী দেরি সয় না। এখন ডি, গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ। তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটী বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমারা জগতকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমারা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ! তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

[ভক্তমন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।]

জাহাজ কয়লাঘাটে এই বার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথীবক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনিতে দেওয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর, মাষ্টার ও ২ একটী ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল গাড়ীতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়ীতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ তিনি কই?— অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে গাড়ীতে বসিলে পর কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ইংরাজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ—কক্ষমধ্যে দীপমালা—স্থানে স্থানে হার্ম্মোনিয়ম্, পিয়ানো সংযোগে ইংরাজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বল্লেন, 'আমার জল তৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?' কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের (India Club) নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাস করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্লাসটী ধোয়া তো? নন্দলাল ব'ল্লেন 'হাঁ।' সেই গ্লাসেই জল খাইলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ী চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোক, জন, গাড়ী, ঘোড়া, চাঁদের আলো দেখিতে লাগিলেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ী সিমুলিয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে আসিয়া লাগিল। সুরেশ ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেশ বাড়ীতে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন।

বাড়ীর লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন।

গাড়ীর ভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেশ থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর একজন ভক্তকে ব'ল্লেন, "ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেনা। ওরা কি জানেনা, ওদের ভাতারুরা যায় আসে'। (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এদিকে বাড়ীর লোকেরা দুতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেজেতে চাদর পাতা, দু চারটা তাকিয়া তার উপর; কক্ষ প্রাচীরে সুরেশের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি (Oil painting); যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শাক্ত শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া

পৌঁছিলেন। তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি ব'ল্লেন, "আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজ ক'রে বেড়াতে গি'ছিলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল। মাষ্টারকে নির্দ্দেশ করিয়া ব'ল্লেন, "একে জিজ্ঞাসা কর্, কেমন বিজয় আর কেশবকে ব'ল্লুম, মায় ঝিয়ে মঙ্গলবার, আর জটিলে কুটিলে না থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না। এই সব কথা। (মাষ্টারের প্রতি) কেমন গা?"

মাষ্টার ব'ল্লেন, আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেশ ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইবেন, আর দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশটা হইয়াছে।

রাস্তায় চাঁদের আলো। গাড়ী আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

তৃতীয় খণ্ড।

সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ ইত্যাদি ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[উৎসব-মন্দিরে।]

প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্ম-সমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮এ অক্টোবর, ইং ১৮৮২ সাল, শনিবার। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্ম সমাজের ষাণ্মাসিক। তাই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা, ৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম-সমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে, কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, ভক্তসঙ্গে ষ্টিমার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

সিঁতি পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে।

উদ্যানবাটীটী মনোহর বলিয়াছি। স্থানটী অতি নিভৃত। ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁতির নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ আদি অনেক ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকরী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন।

অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোকসমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধুসমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দ্দিক্ আনন্দপরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছিল। আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষলতা যেন একতানে ধ্বনি করিতেছে—

"আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে,—
ভগবৎ মঙ্গল কিরণে!"

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসিয়াছেন! চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতে লাগিল।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে প্রভু পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—সে ঘরেও লোক,—ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোক দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২।৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন। তথা হইতেও লোক উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে—যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ হয় না, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়-কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যাই ড্রপ সিন্ (Drop-scene) উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানাপুষ্পপরি ভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীতা, ১৪, ২৬।

[ভক্তসম্ভাষণে।]

সহাস্যবদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারি খুসী হয়। হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে।

(শিবনাথের ও সকলের হাস্য)।

[সংসারী লোকের স্বভাব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, "তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস ।" অথবা বলি, 'যাও, বেশ বিল্‌ডিং (Building) দেখগে' (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল)। (সকলের হাস্য)।

"আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওঁরা হয় ত, আমার সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় কথা কহিছে। এদিকে এরা আর ব'সে থাক্‌তে পারে না। ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। বার বার তাদের কাণে কাণে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌ছে, 'কখন্‌ যাবে'—'কখন্‌ যাবে।' তারা হয় ত ব'লে, 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি।' (সকলের হাস্য)।

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টান্‌বার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে, এই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুটীর লোভে অনেকে হরিবোল ব'ল্‌তে যেতো। হরিনামসুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝ্‌তে পার্‌তো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছু নয়, কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে; আর 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

[নাম-মাহাত্ম্য ।]

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব ব'লেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে, কিন্তু কখন না কখন এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটীতে প'ড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।

[মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয় ;—ভক্তি ও গুণত্রয় ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে, তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে।

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান ? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা —মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে। উঠানে এখানে

সেওলা প'ড়েছে, ওখানে সেওলা প'ড়েছে, হুঁস নাই। আস্‌বাবগুলা পুরানো, ফিট্ ফাট্ কর্‌বার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হ'লেই হ'লো। লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক, কারও কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটা আংটী। বাড়ীর আস্‌বাব খুব ফিট্ ফাট্। ঘরের দেয়ালে কুইনের (Queen's) ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটি চূণকাম্ করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক্। চাকরদেরও পোষাক্। এম্‌নি এম্‌নি সব।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, এই সব।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের এইরূপ সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,–সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠ্‌তে এত দেরী হ'চ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট্‌চলা পর্য্যন্ত ;-শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটী সোণার দানা (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় প'রে পূজা করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ গীতা ২।৩।

"ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ঠাকুর তাঁহার প্রেম-রসাভিষিক্তকণ্ঠে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া গাহিতে লাগিলেন ;—

গীত।

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥

দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিলেন।

(নাম-মাহাত্ম্য ও পাপ।)

গীত।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশি নারী;
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক, (ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"কি! আমি তাঁর নাম ক'রেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী!" এমন রোক হওয়া চাই।

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক।

"আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার;—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে', এই কথা ব'লে চ'লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক ক'রে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভাল হবে! লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এইটী বৈদ্যের তমোগুণ, কিন্তু এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

(তিন আচার্য্য।)

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্ত তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা ক'র্ত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান্—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি—উত্তম আচার্য্য।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। উপনিষৎ।

[ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না।]

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ। তাই ভ'ক্তর কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমিও মিথ্যা, জগত ও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে ব'ল্‌তে পারে না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কুল কিনারা নাই,—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে দেখা দেন। জ্ঞান সূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গ'লে যায়; তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্ত ব'লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে ব'ল্‌বে? যিনি ব'ল্‌বেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তার পর সাদা পুরুখোসা ছাড়ালে. এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে ব'ল্‌বে। একটা নুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে মিশে গেল। তখন খপর কে দিবেক?

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমিরূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

"যখন পুকুর থেকে চাষের জন্য মাঠে জল আনে, তখন জলের কত কলকল শব্দ! যখন পুকুরের ও মাঠের জল একূনা হ'য়ে যায়, তখন আর শব্দ হয় না।

"বিচার করা যত ক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ ক'রে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ্ হ'য়ে যায়। কল্‌সী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কল্‌সী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

"আগেকার লোকে ব'ল্‌তো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।

['আমি' কিন্তু যায় না।]

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" (সকলের হাস্য)। কিন্তু হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তাই তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে, দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাক্‌লেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি। ভক্তি পথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা, ১১, ৫৪।

[ঈশ্বর দর্শন। সাকার না নিরাকার?]

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপ ও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন ক'রে?

ব্রাহ্মভক্ত। কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটী কাঁদে! কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে? যতক্ষণ ছেলে চুসী নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্না-বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুসী আর ভাল লাগে না—চুসী ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে, সাকার, কেউ বলে, নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা-রূপের কথা শুনিতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেরূপে দেখে, সে সেইরূপ মনে করে, বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ ক'র্‌তে পারা যায়, তা'হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন ক'রে?

"একটা গল্প শুন। একজন বাহ্যে গিছিলো। সে দেখ্‌লে যে গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে ব'ল্লে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙ্গের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর ক'র্‌লে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম, আমিও দেখিছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ!' আর একজন ব'ল্লে, 'না না—আমি দেখেছি হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্লে, "না জরদা, বেগুনী, নীল" ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব'ল্লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ জানি—তোমরা যা যা ব'ল্‌ছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়? আবার কখন দেখি, কোনও রঙ্ নাই?"

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

"কবীর ব'ল্‌তো, 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।'"

"ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্ত-বৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনূমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

[কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা।]

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ্‌ টুপ্‌ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে র'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও—তখন এত বৃহৎ

দেখাবে যে, ধারণা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখ্‌লে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

"তাই ব'ল্‌ছি, বেদান্তবিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগতও সত্য, ঈশ্বরের নানারূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

[অনন্তকে জানা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জান্‌বারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষজনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপ্‌বার আমার কি দরকার? আমি আধ্‌ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা, ৩, ১৭।

[ঈশ্বরলাভের লক্ষণ।]

সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান।

"বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ জ্ঞানপথ - বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধির—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির—লেশমাত্র থাক্‌লে সে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

"এই সম্বন্ধে বেদে সপ্ত ভূমির (Planes) কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের স্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্‌ হ'য়ে বলে, 'একি!' 'একি!' তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান

সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সে ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন কর্‌তে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁশ. কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই সপ্তম ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

"এই কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ তোমাদের নয়। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।

[সমাধি ও কর্ম্মত্যাগ।]

"আমায় একজন ব'লেছিল, মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হ'লে সব কর্ম্মত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, তোমার নাম, গুণ, কথা, অনেক হ'য়েছে। যাই তুমি এসে প'ড়েছ, অমনি সে-সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন'—তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ কর্‌তে গিয়ে দেখি যে, হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, দাদা, আমার একি হ'ল! হলধারী ব'ল্‌লে, একে গলিত-হস্ত বলে। ঈশ্বরের দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না।

"সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতাহাতী'—'নিতাই আমার মাতাহাতী'। ভাব গাঢ় হ'লে শুধু বলে, "হাতী হাতী।" তার পর কেবল 'হাতী' এই কথাটী মুখে থাকে। শেষে 'হা' বলতে বল্‌তে ভাব-সমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন ক'র্‌ছিল, চুপ হ'য়ে যায়।

"যেমন ব্রাহ্মণভোজন। প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সমুখে ক'রে ব'স্‌ল, তখন অনেক হৈ চৈ ক'মে গেল, কেবল 'লুচি আন', 'লুচি আন' শব্দ হ'তে থাকে। তার পর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল, তখন সুপ্‌ সুপ্‌ (সকলের হাস্য)—শব্দ নাই ব'ল্‌লেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই ব'লছি, প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কর্ম্ম কম্‌বে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশ মাসে কর্ম্ম প্রায় ক'র্‌তে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। মা ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়া চাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা এরা করে।

[ঈশ্বরলাভ ও লোকশিক্ষা প্রদান।]

"সমাধিস্থ হ'বার পর প্রায় শরীর থাকে না। কা'র কা'র লোক-শিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির, আর চৈতন্যদেবের মত অবতার-দের। কূপ খোঁড়া হ'য়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হ'লেই হ'ল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোৎ ব'ল্লে মুৎবে না, পাছে তোমার উপকার হয় (সকলের হাস্য)! দু পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আন্‌তে দিলে চুসে চুসে এনে দেয় (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম ক'রে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে ব'স্‌লে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ গীতা, ১১, ৪৫।

[ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।]

[ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)। হ্যাগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা ব'লেছিলাম। একদিন তারা

সব ওখানে (কালী-বাড়ীতে) গি'ছিল। আমি ব'ল্লুম, তোমরা কি রকম lecture দাও, আমি শুনবো। তা' গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হ'ল, আর কেশব ব'লতে লাগল। বেশ ব'লে; আমার ভাব হ'য়ে গি'ছিল। পরে কেশবকে আমি বল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—"হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ,' এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ক'রতে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরী গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে ব'লতে লাগ্‌ল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা ক'রতে পারলে না!' আমি সেজ বাবুকে ব'ল্লুম, 'ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারি একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটীর ড্যালা। ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই, তুমি কি ঐশ্বর্য্য তাঁকে দিতে পার?' তাই বলি যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে চায়, তার বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী, এর খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার ক'টী ভাই, এসব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি।'

আবার সেই গন্ধর্ব্বনিন্দিত কণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান।

গীত।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতী, জল্‌বে সদা অনুক্ষণ।
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

"তবে দর্শনের পর ভক্তের ইচ্ছা হয়, তাঁর লীলা কি দেখি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ ক'ল্লেন; বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মণ ব'ল্লেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে! রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান ক'রে, সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, নিকষা ব'ল্লে, রাম এত

দিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরো কত লীলা দেখ্‌বো (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি) "তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখ্‌লে কি নিয়ে থাক্‌ব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্ব্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।

[জন্মান্তর।*]

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমি শুনেছি, জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝ্‌বো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না। ভীষ্মদেব দেহ ত্যাগ ক'র্‌বেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখ্‌লেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল প'ড়্‌ছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ব'ল্লেন, ভাই, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহ ত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদ্‌চেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি ব'ল্লেন, "কৃষ্ণ! তুমি বেশ জান, আমি সে জন্য কাঁদ্‌চি না। যখন ভাবচি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান্ নিজে সারথী, তাদেরও দুঃখের, বিপদের, শেষ নাই, তখন এই মনে ক'রে কাঁদ্‌চি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে।

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটা হইয়াছে। সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতা পল্লব শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিল। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতে লাগিল। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতে পাইল, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত বেণী-মাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল!

কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন,

* বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ গীতা ৪।৫।

আর প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'ভাগবতভক্ত ভগবান্, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।' বেণীমাধব নানাবিধ উপাদের খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গীতা, ২, ২০।

[শরীরত্যাগ না আত্মহত্যা ?]

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তিন চারিটী ব্রাহ্মভক্ত। অগ্রহায়ণ, শুক্লাচতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশী লোকসমাগম হয়। যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাস্য হইয়া, তাঁহার দিকে মুখ করিয়া, কেহ মাদুরের

উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন। তাঁহারা ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া, ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তার পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম গায়ে পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর-মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয়, শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয়, এখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন—স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন; আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ—হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে, নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল; শরীরমধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ—কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি ভগবান্ রামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ হরিপ্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

একটী ছোক্‌রা, এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছে। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছিল। ছোক্‌রাটীর নাম বিষ্ণু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ ক'রেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হ'য়ে র'য়েছে। এখানে আসতো, স্কুলে প'ড়্‌তো, কিন্তু ব'ল্‌তো—সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল—সেখানে নির্জ্জনে

মাঠে, বনে, পাহাড়ে সর্ব্বদা ব'সে ধ্যান ক'র্‌তো। ব'লেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করি।

"বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হ'য়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। শুনেছি—একজন শব-সাধন ক'র্‌ছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা ক'র্‌ছিল; কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখ্‌তে লাগ্‌লো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একটু জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও ব'ল্লেন—'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' সে মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে ব'ল্লে—'মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্ হ'য়েছি। সে ব্যক্তি, এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধন ক'র্‌ছিল, তা'কে তোমার দয়া হ'লো না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'লো?' ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন,—'বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোট্‌পাট্ হ'য়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল, কি বর চাও?'

[মুক্তপুরুষ ও শরীরত্যাগ।]

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা ক'রেছে শুনে, ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হবে, আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীরত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটীর ছাঁচ রাখ্‌তেও পার, আবার ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পার।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটী ছোকরা আস্‌তো—উমের কুড়ি বছর হ'বে। যখন এখানে আস্‌তো, তখন এত ভাব হ'তো যে, হৃদেকে ধ'র্‌তে হ'তো—পাছে প'ড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা একদিন ব'ল্‌লে—আর আমি আস্‌তে পার্‌বো না—তবে আমি চ'ল্লুম। কিছু দিন পরে শুন্‌লুম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। গীতা ৯, ৩৩।

[মুক্তির ব্যাঘাত—কামিনী কাঞ্চন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। "জীব চার থাক ব'লেছে—(১) বদ্ধজীব (২ মুমুক্ষুজীব, (৩) মুক্তজীব, (৪ নিত্যজীব।

"সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি যেন জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা ক'র্‌ছে, তারা সকলেই পালাতে পারে না। দু চার্‌টা মাছ ধপাঙ্ শব্দ ক'রে পালায়। তখন লোকেরা বলে, –'ঐ মাছটা বড় পালিয়ে গেল।' এই দু'চারটা লোক—মুক্তজীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসার-জালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে, অথচ এ বোধ নাই যে, জালে প'ড়েছে ম'র্‌তে হবে। তারা, জালে প'ড়েই জাল শুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে—আমরা হেথায় বেশ আছি।' বদ্ধজীব, সংসারে—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে—আসক্ত হ'য়ে আছে; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন হ'য়ে র'য়েছে; কিন্তু মনে করে যে, বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না, তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর, ভগবান্ লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।

[বদ্ধজীবের লক্ষণ।]

"বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের—কোনমতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট্ কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর্‌-দর্‌ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়্‌বে না। সংসারী-লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী ম'রে গেল—কি অসতী হ'লো,—তবু আবার বিয়ে ক'র্‌বে। ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিন্তু কিছু দিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে

অধীর হ'য়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধ্‌লো, গয়না প'র্‌লো। এ রকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হ'য়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্‌তে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও পারে না, আবার উগ্‌রাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় ত বুঝ্‌ছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটী আর চামড়া। তবু ছাড়্‌তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

"কেশব সেনের একজন আত্মীয়—পঞ্চাশ বছর বয়স—দেখি, তাস্‌ খেল্‌ছে যেন ঈশ্বরের নাম ক'র্‌বার সময় হয় নাই।

"বদ্ধজীবের আর একটী লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার, বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, তাহ'লে ম'রে যাবে।" (সকলে স্তব্ধ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা ৬, ৩৫।

[তীব্রবৈরাগ্য।]

বিজয়। বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্রবৈরাগ্য হ'লে এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তীব্রবৈরাগ্য কা'কে বলে? হচ্ছে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্‌; এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান্‌ বৈ আর কিছু চায় না; সংসারকে পাতকুয়া দেখে; মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ্‌ দেখে, কাছ থেকে পলাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। 'বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তার পর ঈশ্বর চিন্তা ক'র্‌বো,' এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক্‌।

"তীব্রবৈরাগ্য কাকে বলে; একটা গল্প শোনো। এক দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে। চাষারা সব, খানা কেটে দূর থেকে জল আন্‌ছে। একজন চাষার

খুব রোক্ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে, যতক্ষণ না জল আসে, থানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ থানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান কর্‌বার বেলা হ'লো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে ব'ল্লে—'বাবা! বেলা হ'য়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে ব'ল্লে 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ ক'চ্ছে। স্নান করার নামটী নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে ব'ল্লে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল ক'র্‌বে, কি খেয়ে দেয়েই ক'র্‌বে।' গালাগালি দিয়ে, চাষা, কোদাল হাতে ক'রে তাকে তাড়া ক'ল্লে, আর ব'ল্লে, তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই! চাষ বাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, মাঠে আজ জল আন্‌বো, তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে, সন্ধ্যার সময় থানার সঙ্গে নদীর যোগ ক'রে দিল। তখন একধারে ব'সে দেখ্‌তে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুল্‌কুল্ ক'রে আস্‌ছে। তার মন তখন শান্ত ও আনন্দে পূর্ণ হ'লো। তখন বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে ব'ল্লে, 'নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।' তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লো! এই রোক্—তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা, সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর ব'ল্লে, অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই,' তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না ক'রে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে ব'ল্লে,—'তুই যখন বল্‌ছিস্ তা চল্' (সকলের হাস্য)। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ'লো না। এটী মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।" খুব রোক্ না হ'লে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

গীতা, ২, ৭

দাসত্ব ও 'কামিনী'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। আগে অত আস্‌তে; এখন আ'স না কেন?

বিজয়। এখানে আস্‌বার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সমাজের কাজ স্বীকার ক'রেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব ক'র্‌তে হয়। স্বাধীনতা চ'লে যায়। তোমার মনের মত কাজ ক'র্‌তে পার না।

"জয়পুরে গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। ব'লেছিল—'রাজাকে আস্‌তে বল।' তার পর রাজা ও পাঁচজনে, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাক্‌তে হ'লো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছি, এই নির্ম্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন্‌।' কাজে কাজেই আস্‌তে হয়; আজ ঘর তুল্‌তে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতে খড়ি, এই সব।

"'বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী, তার সাক্ষী উদম সাঁড়ী' এ গল্পতো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হ'লো। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, "এরা সিদ্ধ হ'লো; লোক্‌কে যা বল্‌বে, তাই ফল্‌বে; যে দিক দিয়ে যাবে, সেই দিকেই ভয়; কেন না, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে'। এই ভেবে, বীরভদ্র তাদের ডেকে ব'ল্লেন,—তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে এস।' ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে সমাধি হ'লো। কখন্‌ জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে, হুঁস নাই। আবার ভাটা প'ড়েছে, তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল—বীরভদ্র কি ব'ল্‌বেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন ক'র্‌তে নাই, তাই তারা স'রে প'ড়লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা ক'ল্লে না। বাকী বারশো দেখা ক'র্‌লে। বীরভদ্র ব'ল্লেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা ক'র্‌বে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা ব'ল্লে, 'যে আজ্ঞা; কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাক্‌তে লাগ্‌লো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেন না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হ'য়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখ্‌ছো, পরের কর্ম্ম স্বীকার ক'রে কি হ'য়ে র'য়েছ! আর দেখ, কত পাশকরা, কত ইংরাজি পড়া পণ্ডিত,

সাহেবের চাকরী স্বীকার ক'রে, তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল "কামিনী"। বিয়ে ক'রে নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোল্‌বার যো নাই! তাই অত অপমান বোধ। অত দাসত্বের যন্ত্রণা।

[ঈশ্বর লাভের পর কামিনীকাঞ্চন।]

"যদি একবার এই রূপ তীব্রবৈরাগ্য হ'য়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তা হ'লে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাক্‌লেও মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না—তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বুক পাথর খুব বড় হয়, আর একটা সামান্য হয়, তা'হলে লোহাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লেবে। ঈশ্বর বড় চুম্বুক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বুক পাথর। কামিনী কি ক'র্‌বে?

একজন ভক্ত। মহাশয়! মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ঈশ্বরলাভ ক'রেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে, ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে, তোমাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[গুরু কে? আদেশ-বাদ ও অধিকারী নির্ণয়।]

বিজয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ ক'র্‌তে হয়, তাই সদা সর্ব্বদা আস্‌তে পারি না; সুবিধা হ'লেই আস্‌বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ, আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুন্‌বে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন ক'রে, বা যে কোন রূপে হোক, ঈশ্বরকে লাভ ক'র্‌তে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেক্‌চার দিতে হয়।

"ও দেশে একটা পুকুর আছে, নাম হালদারপুকুর। তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে ক'রে রাখ্‌ত। সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো, তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল ক'র্‌তো। গালাগালে কোন কাজ হতো না—আবার তার পর দিন পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিস্‌

টাঙ্গিয়ে দিল যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না, যদি করে, শাস্তি হবে।' এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে ক'র্‌তো না। (হাস্য।)

"তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও লেক্‌চার (Lecture) দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্য্যের কর্ম্ম ক'র্‌তে পারে।

"এক জন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা ক'রেছিল। তখন লোকে বুঝে ছিল যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান্ লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ ক'র্‌তে পারে না।

বিজয়। মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দ গুরু ও মুক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত ক'র্‌তে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে, জীবের ভববন্ধন মোচন করে!

"আমি একদিন পঞ্চবটীর* কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম, শুনে গেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হ'লো, সাপে ধরেছে। অনেক ক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাক্‌ছে। একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লুম, কি হ'য়েছে। দেখি যে, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধ'রেছে—ছাড়্‌তেও পার্‌ছে না, গিল্‌তেও পার্‌ছে না, ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচ্‌ছে না। তখন ভাবলাম, 'ওরে! যদি জাত সাপে ধ'র্‌তো, তাহ'লে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হ'য়ে যেতো; এ একটা ঢোঁড়ায় ধ'রেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা!'

"যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহ'লে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না; সংসার-বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

* দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ীর ভিতরে পঞ্চবটী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। গীতা।

[মুক্তি বা ঈশ্বর লাভের উপায়।]

বিজয়। মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হ'য়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ ক'রে রেখেছে। "আমি ম'লে ঘুচবে জঞ্জাল।" যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হ'য়ে গেল, তা হ'লে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল! তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়।"

"আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিনী মায়া ব্যবধান আছে ব'লে, লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই।

"এই দেখ, আমি এই গাম্‌ছাখানা দিয়ে মুখের সাম্‌নে আড়াল্‌ ক'রছি। আর আমায় দেখতে পা'রছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্‌ সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পা'রছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হ'য়ে প'ড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটী উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদ্‌লে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় প'রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ী (stick), এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, সে অমনি সিস্‌ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্‌ ফ্যাস্‌ করে টান্‌ দিতে থাক্‌বে।

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হ'লেই মানুষ আর এক রকম হ'য়ে যায়; আর সে মানুষ থাকে না।

"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া ক'র্‌তো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছু দিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছ্‌লুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা

থেকে যাই নাম্‌ছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে ব'সে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে ব'ল্‌ছে, 'কি ঠাকুর? বলি—আছ কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে ব'ল্লুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হ'য়েছে, তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ত্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল; তখন ব্যাংটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ ক'রে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল, আর ব'ল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্!' টাকার এত অহংকার!

(অহংকার কখন্ যায় ; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।)

"জ্ঞানলাভ হ'লে অহংকার যেতে পারে। লাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

"বেদে আছে যে, সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়, সমাধি হ'লেই তবে অহং চ'লে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ গুহ্য, নাভি—সেই তিন ভূমি; তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃ দর্শন হয়, সে ব্যক্তি জ্যোতিঃ দর্শন ক'রে বলে, 'একি! একি!' তার পর কণ্ঠ; সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুন্‌তে ইচ্ছা হয়। কপালে—ভ্রূমধ্যে মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয়, কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া হয় না। সপ্তমভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না, সমাধি হয়।

বিজয়। সেখানে পঁহুছিবার পর, যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে আর পাওয়া যায় না।

"নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গ'লে গেছে! সমুদ্র কত গভীর, কে খপর দিবেক? যে দেবে, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।

(বজ্জাৎ 'আমি'।)

"যে 'আমি' তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি'ই

খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হ'য়েছে, এই 'আমি' মাঝখানে আছে ব'লে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তা'হলে দুটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ, এক জল; লাঠিটার দরুণ দুটা দেখাচ্ছে। 'অহং'ই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।

"বজ্জাৎ 'আমি' কে? যে 'আমি' বলে,—'আমায় জানে না! আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড় লোক আছে?' যদি চোরে দশ টাকা চুরী ক'রে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তার পর চোরকে খুব মারে, তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিশে দেয় ও ম্যাদ খাটায়। 'বজ্জাৎ আমি' ব'লে, জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

('অহং' কিন্তু যায় না।)

বিজয়। যদি অহং না গেলে সংসার-আসক্তি যাবে না—সমাধি হবে না, তা'হলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল,—যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে, তবে জ্ঞানযোগই ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই একটা লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ী বেরিয়েছে।

(দাস 'আমি'।)

"একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। 'হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস', এই ভাবে থাকো। 'আমি দাস,' 'আমি ভক্ত,' এরূপ 'আমি' তে দোষ নাই। মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ - দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নামগুণ কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্‌কে লাভ ক'র্‌বে, কোন সন্দেহ নাই।

"যেমন জলের রাশির উপর বাঁশ না রেখে একটা রেখা কাটা হ'য়েছে। যেন দুইভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি,' কি 'ভক্তের আমি,' কি 'বালকের আমি' এরা যেন 'আমি'র রেখা মাত্র।

৭৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীতা, ১২, ৫।

[ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ।]

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! আপনি 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ ক'রতে বল্ছেন। 'দাস আমি' তে দোষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বরের দাস' 'আমি তাঁর ভক্ত' এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বরলাভ হয়।

বিজয়। আচ্ছা, যার 'দাস আমি' আছে, তার কামক্রোধাদি কি রূপ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক ভাব যদি হয়, তা হ'লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট ক'রতে পারে না। পরসমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোণা হ'য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।

"নারকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝড়ে প'ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটী টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হ'য়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালক কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ, তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখান পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধপয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট ক'রে বল্‌বে এখন—'না, আমি দোবো না, আমার বাবা কিনে দিয়েছে।' বালকের আবার সব্বাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতিবিচার নাই। মা ব'লে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়,' সে ছুঁতোর হলেও একপাতে ব'সে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই, পাইখানায় গিয়ে হাতে মাটী দেয় না।

(ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম: জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।)

"কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি,' 'দাস আমি' নিয়ে থাকে। 'আমি দাস, তুমি প্রভু,' 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান্,' এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পর ও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস ক'রতে ক'রতে ঈশ্বরলাভ হয়। এরই নাম ভক্তি যোগ।

"ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, মনে ক'রলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু,' 'আমি ছেলে, তুমি মা,' এই অভিমান রাখ্‌তে চায়।

বিজয়। যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তমভূমির কথা ব'লেছি। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হ'লে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কেমন ক'রে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। 'আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?' এ সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো কোনখান্ থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থগাছ এই কেটে দাও, মনে ক'রলে মূলশুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তার পর দিন সকালে দেখো, গাছের একটী ফেঁক্‌ড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।

"আর 'চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি, 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি, 'তুমি ভগবান্, আমি তোমার দাস।' পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচ্‌খেলানো ভাল। ষষ্ঠভূমি পার হ'য়ে সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাক্‌তে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান ক'র্‌বো, এই আমার সাধ। সেব্যসেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না।

"'আমিই সেই,' এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজে নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

(দ্বিবিধা ভক্তি।)

"কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটী নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ, না হ'লে ভগবান্ লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

"আর এক রকম ভক্তি আছে, তার নাম বৈধী ভক্তি। এতো জপ্ ক'র্‌তে

হবে, উপোস ক'র্‌তে হবে, তীর্থ যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা ক'র্‌তে হবে, এতোগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক ক'র্‌তে ক'র্‌তে, ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একে বারে চ'লে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

"কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলে-বেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি; যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্যে পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে, জপ, তপ, কর্ম্ম, ত্যাগ হ'য়ে যায়। হরি প্রেমে মাতোয়ারা হ'লে বৈধীকর্ম্ম কে ক'র্‌বে ?

"যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।

(উত্তম অধিকারী।)

"যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা ক'র্‌তে পারে না। পাকা ভক্তি হ'লে ধারণা কর্‌তে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি* মাখান থাকে, তা হলে যা ছবি পড়ে, তা র'য়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।

[ঈশ্বর দর্শন (God-vision) : উপায়।]

বিজয়। মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ ক'র্‌তে গেলে, তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে গেলে, ভক্তি হলেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন, ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা। স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

"এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি, এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয়।

* কালি—Solution of silver.

একটী কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কলিকাতা কর্ম্মভূমি। কলিকাতার বাসা ক'রে থাকতে হয়, কর্ম্ম কর্‌বার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি—একেবারে যাবে।

"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশ্‌লায়ের কাটি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাটী লোকশান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশ্‌লাই।

"শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বল্লেন, আমি কৃষ্ণময় দেখ্‌ছি, সখীরা ব'ল্লে, কৈ আমরা তো তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্চিনা। তুমি কি প্রলাপ বোকচো? শ্রীমতী বল্লেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তা হ'লে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।

(বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে,—

"প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ,
তোমারে কি যায় জানা।"

"এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তা হ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।

(ঈশ্বর দর্শন ও কৃপা।)

বিজয়। ঈশ্বর দর্শন কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বকে টানে না। মাটী কাদা ধুয়ে ফেল্লে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর আর অমন কাজ ক'র্ব্বো না', বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা হ'লে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখনি সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

"কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না।

"কৃপা কি সহজে হয়? অহঙ্কার একেবারে ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। 'আমি কর্ত্তা' এ বোধ থাক্‌লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ীর কর্ত্তাকে যদি কেউ বলে মহাশয়, আপনি এসে জিনিস বার করে দিন। তখন কর্ত্তাটী বলে ভাঁড়ারে একজন রয়েছে আমি আর গিয়ে কি ক'রব। যে নিজে কর্ত্তা হ'য়ে বসেছে তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

"কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁর একটী কিরণে এই জগতে

জ্ঞানের আলো পড়েছে ; তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন করছি। তার আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে তাঁর দর্শনলাভ হয়।

"সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়। তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়। আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

"যদি কেউ সার্জ্জনকে দেখতে চায়, তা হ'লে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয় সাহেব কৃপা ক'রে একবার আলোটা নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

"ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর, কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

"ঘরে যদি আলো না জ্বলে সেটা দারিদ্রের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। "জ্ঞান দীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না"।

বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিলেন। ঔষধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপা-সিন্ধু ; বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকা ভাড়া, দিয়া আসিতে পারেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আনতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়াছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার, ও বিজয়ের অন্যান্য সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে আবার উঠিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে বাগবাজারের ঘাটে পৌছিয়া দিবেন। মাষ্টার ও ঐ নৌকায় উঠিলেন। যখন বলরামের বাগবাজারের বাড়ীর কাছে তাঁহারা পৌছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে। আজ শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি। শীতকাল, অল্প অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ইত্যাদি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

---

৭৬ ৭৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীযুত অমৃত, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য ইত্যাদি ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

['সমাধি মন্দিরে।']

ফাল্গুনের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, বৃহস্পতিবার ১৭ই চৈত্র। ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ২৯শে মার্চ্চ।

মধ্যাহ্নে ভোজনের পর ভগবান্ রামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা। চৈত্রমাসের গঙ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুত অমৃত ও মধুরকণ্ঠ শ্রীযুত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলাগুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন। রাখালের অসুখ হইয়াছে। এই কথা ভগবান্ রামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখ, রাখালের অসুখ হইয়াছে। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে রাখাল রূপে সাক্ষাৎ নারায়ণ বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন। একদিকে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ-আত্মা বালকভক্ত রাখাল—অপরদিগে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু, সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। পরমহংসদেব সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব।

ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির। গোবিন্দ নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে! শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে। আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি **সমাধি?**

এই সময়ে একটী গেরুয়া কাপড়পরা অপরিচিত একটী বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা, ৩, ৬।

পরমহংসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—

[গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (গেরুয়াদৃষ্টে) আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পর্‌লেই হ'লো! (হাস্য)। একজন ব'লেছিল, "চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী!"—আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায় (সকলের হাস্য)।

"বৈরাগ্য তিন চার প্রকার আছে। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন প'রেছে—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। হয় ত কর্ম্ম নাই,—গেরুয়া প'রে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটী কর্ম্ম হইয়াছে, কিছু দিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না'। আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

"মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্ ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, তা হ'লে ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা বল্‌তে বা ক'র্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে শাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্চে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর!

[মিথ্যা ও নববৃন্দাবন নাটক।]

"এমন কি, যাত্রা নং, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়।

কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখ্‌তে গি'ছিলাম। কি একটা আন্‌লে, ক্রস্ (Cross)। আবার জল ছড়াতে লাগ্‌লো ; বলে—শান্তিজল ! একজন দেখি, মাতাল সেজে মাতলামি ক'র্‌ছে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত। কু—বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের পক্ষে ও রূপ সাজাও ভাল নয়। ও সব বিষয়ে মন অনেক ক্ষণ রাখায় দোষ হয়। মনধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হ'য়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখ্‌লে মিথ্যার রঙ ধ'রে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একদিন নিমাইসন্ন্যাস কেশবের বাড়ীতে দেখতে গি'ছিলাম। যাত্রাটী কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ ক'রেছিল। একজন কেশবকে ব'ল্লে, 'কলির চৈতন্য হ'চ্চেন আপনি।' কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে, 'তা হ'লে ইনি কি হলেন ?' আমি ব'ল্লুম, 'আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।' কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল।

[নিত্যসিদ্ধ ও রাগভক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি)। নরেন্দ্র, রাখাল টাখাল এই সব ছোক্‌রা এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্য সাধনা ক'রে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতালফোঁড়া শিব—বসান শিব নয়।

"নিত্যসিদ্ধ একটী থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহলাদ।

"সাধারণ লোক সাধন করে ; ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছী যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে ; আবার বিষ্ঠাতেও বসে। (সকলে স্তব্ধ)।

"নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় না।

"সাধ্যসাধনা ক'রে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান ক'র্‌তে হ'বে, এইরূপ পূজা ক'র্‌তে হবে, এ সব 'বিধিবাদীয়' ভক্তি। যেমন ধান হ'লে, মাট পার হ'তে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

"রাগভক্তি, প্রেমভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর

কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠে যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হ'লো।

"বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো।

"এই রাগভক্তি, অনুরাগ, এই ভালবাসা, না এলে ঈশ্বর লাভ হয় না।"

অমৃত। মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

[সমাধিতত্ত্ব; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনেছো, আরসুলা কুমুরে পোকা চিন্তা ক'রে কুমুরে পোকা হ'য়ে যায়? কি রকম জানো? যেমন হাঁড়ীর মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত। একটুও কি অহং থাকে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোণার একটু কণা সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। যেমন বড় আগুন, আর তার একটী ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়।

"কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড় সমাধি' নির্ব্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিলো। একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত।' তখন আর কে উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে কথোপকথন ও তাঁহাদের প্রতি উপদেশ ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ সাল। আজ রবিবার। ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন।

অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল, মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা একটা দুইটার সময় কালীবাটীতে পৌছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণিমল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছিলেন।

রাসমণির কালীবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গনের পূর্ব্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। সারি সারি শিব মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্দ্ধ মণ্ডলাকার বারাণ্ডা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদূরব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত—যেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন—ও পূর্ব্বে উদ্যানের দুই প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত। পরমহংসদেবের ঘরের কোলে দু একটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ,কোকিলাক্ষ শ্বেত ও পদ্ম করবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে 'পিটার জল মধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন' সে ছবি খানিও আছে। আর একটী বুদ্ধদেবের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তক্তপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালের খরস্রোতে যেন সাগরসঙ্গমে পঁহুছিবার জন্য কত ব্যস্ত। পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক একটী পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। বয়স ষাট পঁয়ষট্টি হইবে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

[জ্ঞানযোগ ও 'নির্ব্বাণ' মত।]

মণিমল্লিক। আর একটী সাধুকে দেখ্‌লাম। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর কর্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই; শম দম তিতিক্ষা চাই। এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা ক'র্‌ছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি ব'লছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কি রকম জান? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও জ্ঞানযোগ।]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, ক'র্‌তুম, তবু আমায় খুব মান্‌'তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না? শুন্‌লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় ব'ল্লে, 'ভক্তের সঙ্গ কর্‌বার কামনা ত্যাগ ক'রো, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত ক'র্‌বে।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার ক'রেছিল, আমায় আবার ব'ল্লে, 'আপনি একটু শুনুন'। একটা সভায় বিচার হ'য়েছিল—শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে ব'ল্লে 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ শুনে আমায় একদিন ব'ল্লে, 'ও সব ত্যাগ ক'রেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটী, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।' আমি কি ব'ল্‌বো, ব'ল্লাম—কে জানে, আমার টাকাকড়ি ও সব ভাল লাগে না।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাসাগর]

"একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মান্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁস হ'য়ে রৈল। একটু হুঁস হবার পর কা! কা! কা! এই শব্দ কেবল ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

একজন ভক্ত। মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোণা চাপা আছে, যদি সেই সোণার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা ক'চ্ছে সে সব কম প'ড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ

হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কা'রুর কারুর নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক দিন ক'রতে ক'রতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ ক'রছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগ্‌নে বাপ্ মা এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপং।' মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ।

[ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত।]

মাষ্টার। দয়াও কি একটা বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন। রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।

"যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁহুছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন।

"একটী লোক বনের পথ দিয়ে যা'চ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধরলে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর ব'ল্লে, আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা ব'লে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর একজন চোর ব'ল্লে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে ব'ল্লে, 'আহা, তোমায় কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই'। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটী ব'ল্লে, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি'। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে ব'ল্লে, 'এই রাস্তা ধ'রে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে'। তখন লোকটী চোরকে ব'ল্লে, 'ম'শাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন'। চোর ব'ল্লে, 'না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পুলিশে টের পাবে'।

"সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ ক'র্‌তে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজোতমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যা'বার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী দেখ, ঐ দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

"ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানীতে গেলে জাহাজ আর ফিরে না।

"চা'র বন্ধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখ্‌তে পেলে। খুব উঁচু পাঁচীল। ভিতরে কি আছে দেখ্‌বার জন্য সকলে বড় উৎসুক হ'ল। পাঁচীল বেয়ে একজন উঠ্‌লো। উঁকি মেরে যা দেখ্‌লে, তাতে অবাক্ হ'য়ে "হা হা হা হা" বলে ভিতরে প'ড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যেই উঠে সেই "হা হা হা হা" ক'রে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দিবে?

"জড়-ভরত, দত্তাত্রেয়, এরা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারে নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হ'লে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ ব'লেছে, 'আপনি যদি না পারিস্ মন, তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে'না'। মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রামপ্রসাদের লয়' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয়, হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র ক'রেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত ব'ল্‌বেন, আরো কত লোক-শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' একটু রেখে দিয়েছিলেন।

[দল (সাম্প্রদায়িকতা) ও ব্রহ্মজ্ঞান; কেশবচন্দ্র সেন]

একজন ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কি দলটল থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবসেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হ'চ্ছিল। কেশব ব'ল্লে, আরও বলুন। আমি বল্লুম, আর ব'ল্লে দলটল থাকে না। তখন কেশব ব'ল্লে, তবে আর থাক, ম'শাই। (সকলের হাস্য।) তবু আমি কেশবকে ব'ল্লুম, 'আমি

'আমার' এটী অজ্ঞান। 'আমি কর্ত্তা' আর 'আমার এই সব স্ত্রী পুত্র বিষয়, মান-সম্ভ্রম', এভাব অজ্ঞান না হ'লে হয় না। তখন কেশব ব'ল্লে, মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ ক'র্‌লে যে আর কিছুই থাকে না। আমি ব'ল্লুম, কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ কর্‌তে ব'ল্‌ছি না, তুমি কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্ত্তা' 'আমার স্ত্রী পুত্র' 'আমি গুরু' এ সব অভিমান, 'কাঁচা আমি,' এইটী ত্যাগ কর। এইটী ত্যাগ ক'রে 'পাকা আমি' হ'য়ে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁ'র ভক্ত, আমি অকর্ত্তা, তিনি কর্ত্তা।

[আদেশ ও ধর্ম্মপ্রচার।]

একজন ভক্ত।—"পাকা আমি" কি দল কর্‌তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কেশব সেনকে বল্লুম, আমি দলপতি, আমি দল ক'রেছি, আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি, এ 'আমি' 'কাঁচা আমি'। মতপ্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবত কথা ব'ল্‌তে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, তা হ'লে দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, "পাকা আমি"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবকে বলে'ছিলাম 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। দাস আমি, ভক্তের আমি, এতে কোন দোষ নাই।

"আর তুমি দল দল ক'রছ। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেশব ব'ল্লে, মহাশয় তিন বৎসর এ দলে থেকে আবার ও দলে গেল! যাবার সময় আবার আমায় গালাগালি দিয়ে গেল। আমি বল্লাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা কর্‌লে কি হয়!"

"আর কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। ব'লতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনে ছিল।

"একদিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি ব'ল্লাম তোমার লেকচার শুন্‌বো। চাঁদনিতে ব'সে লেকচার দিলে। তার পর ঘাটে এসে ব'সে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। আমি ব'ল্লাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত; তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব বল্লে,

আর শিষ্যরাও সব এক সঙ্গে ব'ল্লে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বল্লাম, বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব, তখন কেশব ব'ল্লে, 'মহাশয়, এখন এতদুর নয়; তা'হলে লোকে গোঁড়া বল্‌বে।'

"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক'র্‌লে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জান্‌তে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে। হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর পেয়েছিল। এক দিন দেখি, সেটাকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্যে। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, হৃদে ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন। হৃদে ব'ল্লে, 'মামা এঁড়েটাকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হ'লে লাঙ্গল টান্‌বে'।

"যাই এ কথা বলেছে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম! মনে হয়ে ছিল, কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর সিওড়, কোথায় কল্‌কাতা! এই বাছুরটা যাবে, ওই পথ। সেখানে বড় হ'বে! তার পর কত দিন পরে লাঙ্গল টান্‌বে! এরই নাম সংসার এরই নাম মায়া! অনেক ক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙ্গে ছিল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

['সমাধিমন্দিরে।']

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অহর্নিশি সমাধিস্থ! দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে! কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক একবার ঈশ্বরীয় কথা বা কীর্ত্তন করেন।

তিনটা চারিটার সময় মাষ্টার দেখিলেন ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, 'মা ওকে এক কলা দিলি কেন'? ঠাকুর খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, 'মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।"

ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর এইরূপে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন? এ সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীব শিক্ষা দিবেন? মাষ্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, 'তুই রাগ ক'রেছিলি? তোকে রাগালুম্ কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে ব'লে। পীলে মুখ তুল্‌লে পর মনসার পাতা টাতা দিতে হয়'।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "হাজরাকে দেখ্‌লাম শুষ্ক কাঠ! তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে জটিলে কুটিলে থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয়।"

(মাষ্টারের প্রতি)। ঈশ্বরীয় রূপ মান্‌তে হয়! জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধর্‌লে তিনি না পালন কর্‌লে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

রাখাল। 'মন-মত্ত-করী'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করেছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইতে লাগিল। সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তাপোষটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন। বেলঘরের শ্রীযুত গোবিন্দ চাটুয্যে ও তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিলেন। মাষ্টারও বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে! ঘরের ভিতরে সকলে নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্ত মূর্ত্তি দেখিতেছেন! ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা।

[শ্যামারূপ—পুরুষপ্রকৃতি—যোগমায়া—শিবকালী ও রাধাকৃষ্ণ রূপের ব্যাখ্যা—'উত্তম ভক্ত'—বিচার পথ—ঈশ্বরীয়-রূপ—ভোগবাসনা ও ব্যাকুলতা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বল তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বল্‌ছি।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ। আজ্ঞা, শ্যামা এ রূপটী হল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রংই নাই। দীঘির জল দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে কোরে তোল, কোন রং নাই। আকাশ দূর থেকে দেখ যেন নীলবর্ণ। কাছের আকাশ দেখ, কোন রং নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম রূপ নাই। পেছিয়ে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা'! যেন ঘাসফুলের রং।

"শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন কর্‌তে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে রয়েছে। সে বল্‌লে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়ে রেখেছ! ভক্তটি বল্‌লে, "ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ! আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।"

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

গোবিন্দ। যোগমায়া কেন বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখ্‌ছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এ সমস্তই পুরুষ প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ কর্‌ছেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।

"রাধা কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির ও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যই বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা ; শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌরবরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীলপাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

"উত্তম ভক্ত কে ? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীব জগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে, ছাদে পৌঁছিতে হয়। তার পর দেখে, ছাদ ও যে জিনিসে তৈয়ারি—ইট্, চূণ, শুর্‌কি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ সমস্ত হয়েছেন।

"শুধু বিচার ! থু ! থু !—কাজ নাই !

এই বলিয়া ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন।

ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, 'কেন বিচার করে শুষ্ক হয়ে থাক্‌ব। যতক্ষণ 'আমি তুমি' আছে ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোবিন্দের প্রতি)। কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার কখনও 'তুমিই তুমি' হয়ে যায়। তখন আমি খুঁজে পাই না।

"শক্তিরই অবতার। এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটী ঢেউ !

"অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। 'অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ'।

(মাষ্টারের প্রতি)। আর তোমায় বল্‌ছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস কোরো না। রূপ আছে বিশ্বাস কোরো। তার পর যে রূপটী ভাল বাস সেইরূপ ধ্যান কোরো।

(গোবিন্দের প্রতি)। কি জান, যতক্ষণ ভোগ বাসনা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জান্‌তে বা দর্শন কর্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে, খেলা নিয়ে,

ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলা ও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে 'মা যাব'। আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

"সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। তখন কি কোরে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ভোগবাসনা গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সপ্তম খণ্ড।

[দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—ভক্তসঙ্গে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে। শ্রাবণ কৃষ্ণাপ্রতিপদ; ১৯শে আগষ্ট ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর—এখনও মধ্যাহ্নকাল—তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্তসম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

[বেদান্তবাদীদিগের মত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) "দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোঽহম্', অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা।' এ সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ 'আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা' এ কিরূপে হ'তে পারে?

"বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্য এ সব আত্মার কোনও অপকার ক'রতে পারে না—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু ক'রতে পারে না।

"কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মত ব'ল্‌তো, আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ। তা' সে পরমভক্ত, তার মুখে ও কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

[পাপ ও পুণ্য। মায়া না দয়া ?]

"কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে মুক্ত হ'য়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ,' 'আমি বদ্ধ,' এ কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে ব্যক্তি বদ্ধ হ'য়ে যায়। যে কেবল বলে, 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বল্‌'তে হয়, আমি তাঁর নাম ক'রেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি!

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে। হৃদে * চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া, না দয়া ?

মাষ্টার কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাইভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগ্‌নী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হ'লো, মায়া না দয়া ? হৃদে কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—অনেক সেবা ক'রেছিল—হাতে ক'রে গু পরিষ্কার ক'রতো। আবার তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ ক'রতে গি'ছিলুম। কিন্তু আমার অনেক ক'রেছিল—এখন সে কিছু (টাকা) পেলে আমার মনটা স্থির হয়! কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার ব'ল্‌তে যাব ? কে ব'লে বেড়ায় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

['মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী।']

বেলা দুটা তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুত অধরচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন ?

---

* হৃদয় ১৮৮১ সাল পর্যান্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রায় বিশ বৎসর পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলাস্থিত সিওড় গ্রাম। ঐ গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৺ কামারপুকুর হইতে ২ ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে বিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁর জন্মভূমিতে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হ'য়ে আছে।' হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনীনামক দেবীবিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিংহবাহিনী আমি দেখ্‌তে গি'ছিলুম। চাষাধোপাপাড়ার একজন মল্লিকদের বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখ্‌লুম। পোড়ো বাড়ী। তারা গরীব হ'য়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুর্ ঝুর্ ক'রে বালি সুরকি প'ড়্‌ছে; অন্য মল্লিকদের বাড়ীর যেমন দেখেছি, এ বাড়ীর সে শ্রী নাই। (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, এর মানে কি, বল দেখি?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, যার যা কর্ম্মের ভোগ আছে, তা তার ক'র্‌তে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এ সব মান্‌তে হয়।

(মাষ্টারের প্রতি) "আর পোড়ো বাড়ীতে দেখ্‌লুম যে, সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জল্ জল্ ক'র্‌ছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়!

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গি'ছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুর-বাড়ী আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্ত্তি আছে, নাম মৃণ্ময়ী। ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখে বড় দীঘি। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, দীঘিতে আঁবআঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জান্‌তুম না যে, মেয়েরা মৃণ্ময়ীদর্শনের সময় আঁব-আঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখিনি, আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হ'ল—কোমর পর্য্যন্ত।"

[ভক্তের সুখ দুঃখ। ভাগবত ও মহাভারতের কথা।]

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম্ম। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গি'ছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ ক'র্‌লেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাস্‌তেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাট্‌তে নিয়ে গি'ছিল।

"একজন কাঠুরে—পরম ভক্ত—ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভাল

বাস্‌লেন—কত কৃপা কর্‌লেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। দেবকীর কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘুচ্‌লো না!

মাষ্টার। শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জঞ্জালের গোড়া, দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ। যে ক'দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয়। একজন কাণা গঙ্গাস্নান ক'র্‌লে। পাপ সব ঘুচে গেল; কিন্তু কাণা চোক আর ঘুচ্‌লো না। (সকলের হাস্য।) পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ।

মাষ্টার। যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের সুখ দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তির ঐশ্বর্য্য থাকে, সে ঐশ্বর্য্য কখনও যাবার নয়। দেখ না,—পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

['সমাধিমন্দিরে।']

কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।

এমন সময় নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকিল—রাজপ্রতিনিধি। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ; বি, এ, পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে, দর্শন করিতে আসেন।

তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটী ঝুলান ছিল। নরেন্দ্র সেই তানপুরাটী লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বাঁয়া ও তবলায় সুর বাঁধা হইতে লাগিল;—কখন্ গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) দেখ্, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য।) পূর্ণকুম্ভ!

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কাপ্তেনের প্রতি) কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন। তাঁরা পরের দুঃখে কথা ক'য়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, নারদ, শুকদেব এঁরা সমাধির পর নেবে এসেছিলেন —দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য তাঁরা কথা ক'য়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন,—

গীত।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।
(সে দিন কবে বা হ'বে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হ'বে)॥

'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বাস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন! লোকবাহ্য একেবারে নাই। শ্বাস বহিছে, কি না বহিছে! স্পন্দহীন! নিমেষশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সমাধিভঙ্গের পর।]

[সচ্চিদানন্দ লাভের উপায়। জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ।]

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিদৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘরে এক ঘর লোক হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাক্‌লো আর গেল।

(কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তদিগের প্রতি)। চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে, ঈশ্বরে রতিমতি তত বাড়্‌বে।

কাপ্তেন। কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আস্‌বে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্চেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্ব্বদা স্ব স্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয় জোয়ার ভাঁটা হয়। হাঁসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস ক'ত্তে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর'—'টাপুর টুপুর' করে। (সকলের হাস্য)।

(সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।)

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। ভক্তের ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ ব'ল্লেই মণি বুঝায়, মণি ব'ল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাব্‌লে মণির জ্যোতিঃ ভাব্‌তে পারা যায় না—জ্যোতি না ভাব্‌লে মণি ভাব্‌তে পারা যায় না।

"এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ—'সেতো তুমিই গো তারা!' যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি! কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল—তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হ'লেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ কর্‌বেন না, তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা ক'র্‌ছেন, তখনও তিনি, আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি—কেবল উপাধিবিশেষ।

কাপ্তেন। আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এই কথা কেশব সেনকে ব'লেছিলুম।

কাপ্তেন। কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার—তিনি বাবু—সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কাপ্তেন আমায় বারণ করে কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন। মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি ক'র্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। তুমি লাট্ সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে! তবে না তুমি বল, 'ঈশ্বরমায়াজীব জগৎ'—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব, জগৎ হ'য়েচেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্রসঙ্গে।]

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতে-ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞানবিচার করে—বলে, 'জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা, নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য। আর আমিই সেই।'

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি গো! তোমাদের কি সব কথা হ'চ্চে?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। আমাদের কত কি কথা হ'চ্চে—'লম্বা লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধভক্তিও সেই খানে, নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।